শিক্ষামেলায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি, মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সকল ইউনিয়নে, সকল গ্রামে শিক্ষামেলা আয়োজন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়ন ঘটবে

- এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি
ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের কচুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষামেলা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি, মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। তিনি এ উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্কাউট দলের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর শিক্ষামেলার বিভিন্ন স্টল ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাইবান্ধার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আমিনুল ইসলাম মণ্ডল, সাঘাটা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল হালিম টলস্টয়, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল হান্নান ও সাঘাটা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন মুক্তিনগর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ জাবেদ আলী সরদার। ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথি এডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি, উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'আজকের এই শিক্ষামেলায় প্রত্যেক শিক্ষকের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। আমি ১৯৮৭ সালে গাইবান্ধায় প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে একটি সমাবেশ করেছিলাম। সেখানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিবরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ নুরুল আলম। একজন প্রধান শিক্ষক মোঃ নুরুল আলম যদি শিবরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে আপনারা কেন পারবেন না? আসলে আমাদের মনোবলের অভাব। আমরা যদি আমাদের মনোবল ঠিক রাখি, আমরা যদি মনে করি এই বিদ্যালয়ে আমার সন্তান লেখাপড়া করে, তাকে ভালোভাবে লেখাপড়া করাতে হবে, তাহলেই শিবরামের মতো স্কুল তৈরি করা সম্ভব হবে।' তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে বলেন, 'উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা যেভাবে শিক্ষামেলার আয়োজন করেছে এ রকম শিক্ষামেলা সকল উপজেলার সকল ইউনিয়নে, সকল গ্রামে আয়োজন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়ন ঘটবে এবং শিক্ষামেলা আরো ফলপ্রসূ হবে। আমি আজ যে স্টলগুলো পরিদর্শন করলাম সেগুলোতে শিক্ষার্থীদের তৈরি বিভিন্ন উপকরণসহ নানাবিধ শিক্ষা উপকরণ স্থান পেয়েছে। শ্রেণিকক্ষে এসব উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত হলে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে।'

প্রধান অতিথি বলেন, 'আগে শিক্ষককে দেখলে ছাত্ররা সালাম দিয়ে মাথা নত করে চলে যেত, কিন্তু এখন দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। এ রকম তো হওয়ার কথা ছিল না। শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে শিক্ষকদের যথাযথভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করতে হবে। শিক্ষার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হবে শিক্ষার উন্নয়ন।' সবশেষে প্রধান অতিথি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

মোঃ মতলেবুর রহমান

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় এগিয়ে যাচ্ছে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা

শিখবে প্রতিটি শিশুই- এই স্লোগানকে ধারণ করে হবিগঞ্জ 'প্রত্যাশা' প্রকল্প এলাকায় দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার পরিবেশ যদি সুন্দর ও মনোরম না হয়, তাহলে কীভাবে শিখবে প্রতিটি শিশু। তাই প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তেমনি একটি বিদ্যালয়ের নাম উত্তর চরহামুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। উত্তর চরহামুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় অবস্থিত। প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ৪টি ইউনিয়নে সমানভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে উত্তর চরহামুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। তাই সরকারের পাশাপাশি শিক্ষক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, স্থানীয় জনগণ ও ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তৈরি করে দিয়েছে চমৎকার একটি ফুলের বাগান। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের নামকরণ করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে ও ভিতরে মনীষীদের বাণী লেখা হয়েছে। সজ্জিত করা হয়েছে সকল শ্রেণিকক্ষ।

এ বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলে মন রঙিন হয়ে যায়। শ্রেণিকক্ষে রয়েছে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা। পাঠ্যবই থেকে নির্বাচিত পাঠ শ্রেণিকক্ষের চারদিকের দেয়ালে সুন্দরভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। দেয়ালে আছে মনীষীদের ছবি, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ, লেখা আছে শব্দ-বাক্য। শ্রেণিকক্ষের ভিতরে আছে ছোট একটি শহীদ মিনার, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ইতিহাসের কথা। একটি কর্নারে শিশুদের উপযোগী বই রাখা হয়েছে, আরেক পাশে আছে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ। শিশুরা খেলা, নাচ, গান, শরীরচর্চার মাধ্যমে আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়া করে থাকে। শিক্ষকরা সিলেবাস ও নির্দেশিকা অনুসরণ করে শ্রেণি রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পাঠ পরিচালনা করে থাকেন। বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে শিক্ষকরা যেমন আন্তরিক তেমনি বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও এসএমসি সদস্যরাও উদ্যমী। এর পাশাপাশি সার্বিক কাজে সহযোগিতা করছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণ মনে করেন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজে আমরা একটু সহযোগিতা করলে অবশ্যই শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

মোঃ মাহফুজুর রহমান

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ ও ইউপি সদসদের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের জন্য ফুটবল প্রদান

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত নারায়ণখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫০ সালে। বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ১৯৪ জন এবং শিক্ষক ৫ জন। এ বিদ্যালয়ে বড় একটি খেলার মাঠ রয়েছে। এত বড় খেলার মাঠ এবং এত সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে তেমন কোনো খেলার উপকরণ ছিল না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করে, তাই এটি জানতে পেরে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি রবিউল ইসলাম ও ইউপি সদস্য আক্তার হোসেন নারায়ণখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ফুটবল প্রদান করেন। এখন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবসরে বা টিফিনের সময়ে একটু খেলাধুলার ব্যবস্থা হয়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের একটু বিনোদোনের ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহ বোধ করে এবং লেখাপড়ায় মন বসে।

আনোয়ার আহমেদ

বেইসলাইন প্রতিবেদন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

ঝাঐল ইউনিয়ন, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে ঝাঐল ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ঝাঐল ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৯,৫২১টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৮,৫১৯টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৪০,৬২১ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ৩৬,৭৪৪ জন। ২০১৪ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে ৪.২৭ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৪.৩১ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ১১,৫১২ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৫,২৭০ জন এবং ছেলে ৬,২৪২ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৬,৪৭৪ (মেয়ে ৩,১৫০, ছেলে ৩,৩২৪) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৬,২৫৪ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে ৩,০৫৬ জন মেয়ে এবং ৩,১৫৮ জন ছেলে।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	২,৩৪৫	২,৪৩৭	৪,৭৮২	৪৯.০৩
৬ – ১২ বছর	৩,১৫০	৩,৩২৪	৬,৪৭৪	৪৮.৫৬
১৩ থেকে ১৮ বছর	২,৩০৬	২,৮৫৯	৫,১৬৫	৪৪.৬৫
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৮,৯২৩	৯,২৫৯	১৮,১৮০	৪৯.০৮
৪৬ থেকে ৬০ বছর	২,০১৬	২,২৭৯	৪,২৯৫	৪৬.৯৩
৬০+ বছর	৭৭৫	৯৫০	১,৭২৫	৪৪.৯২
মোট:	১৯,৫১৩	২১,১০৮	৪০,৬২১	৪৮

তথ্যসূত্র: ঝাঐল ইউনিয়ন খানা জরিপ, জানুয়ারি ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী, ঝাঐল ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর পাস করেছেন ২১৮ জন। অনার্স পাস করেছেন ২৯৮ জন, স্নাতক পাস করেছেন ৬২০ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ১,৭৬৭ জন, এসএসসি পাস করেছেন ২,১০২ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ২,৯৬৯ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ২,৫১৩ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৫,৯৪৯ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৮,১১৬ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি,

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	৩,১৯৮	৩,০৫৬	৬,২৫৪	৯৬.৬০
বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু	১২৬	৯৪	২২০	৩.৪০
মোট:	৩,৩২৪	৩,১৫০	৬,৪৭৪	১০০
৬-১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,৫৫৫	২,৩৬৯	৪,৯২৪	৯৭.১৬
৫-১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৩,৪৫১	৩,২৯৮	৬,৭৪৯	৯৬.৩০
৪-৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২৫৩	২৪২	৪৯৫	২৪.৪০

তথ্যসূত্র: ঝাঐল ইউনিয়ন খানা জরিপ, জানুয়ারি ২০১৪

যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, ঝাঐল ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ২২০ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৩ জন শিশু রয়েছে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। এরপর ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০ জন এবং ১ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ২৩ জন করে শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৯০ (মেয়ে ৪১, ছেলে ৪৯) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৬১ (মেয়ে ২৬, ছেলে ৩৫) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৬৭.৭৭ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৮৫.৭১ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৭৮.৭ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ১৪.৫ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ২.২ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। অন্য উপজেলায় পড়ালেখা করে ৪.৬ শতাংশ শিশু।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

ঝাঐল ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ১,৭৩৯ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৮২২ জন এবং ছেলে ৯১৭ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে মোট ১,২০৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৬৩ জন মেয়ে ও ৬৪১ জন ছেলে শিক্ষার্থী। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ছেলের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। তৃতীয় শ্রেণিতে ৬২৭ জন মেয়ের বিপরীতে ৬১৩ জন ছেলে শিক্ষার্থী, চতুর্থ শ্রেণিতে ৪২৬ জন মেয়ের বিপরীতে ৪৩০ জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ৭৯৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪২৬ জন মেয়ে ও ৩৭১ জন ছেলে শিক্ষার্থী।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

ঝাঐল ইউনিয়নের ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসাবে ৬৭.৭ শতাংশ। ৭টি আধাপাকা (২২.৬ শতাংশ) এবং ৩টি কাঁচা (৯.৭ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৭টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ২২.৬ শতাংশ। ১৭টি (৫৪.৮ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৭টি (২২.৬ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

ঝাঐল ইউনিয়নের ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসাবে তা ৫১.৬ শতাংশ। ১৩টি বিদ্যালয়ে (৪১.৯ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে। ২টি (৬.৪ শতাংশ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো টয়লেট নেই।

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

ঝাঐল ইউনিয়নে ৯,৫২১টি খানায় মোট ৪০,৬২১ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সবসময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ১৫.৮ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গিয়েছে ৯৭.১৬ শতাংশ। বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় ঝাঐল ইউনিয়নের অবস্থান খুব একটা ভালো নয়। বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা খুব কম। খানা প্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৮,১১৬ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়েটয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	১৬	৫১.৬	ব্যবহার উপযোগী	১১	৩৫.৫
উভয়েই ব্যবহার করে	১৩	৪১.৯	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	১৮	৫৮.১
শুধু মেয়েদের জন্য	০	০	ব্যবহারের অনুপযোগী	০	০
শুধু ছেলেদের জন্য	০	০	বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	২	৬.৪	টয়লেট নেই	২	৬.৪
মোট	৩১	১০০	মোট	৩১	১০০

তথ্যসূত্র: ঝাঐল ইউনিয়ন খানা জরিপ, জানুয়ারি ২০১৪

উপসংহার

বেইসলাইনে ঝাঐল ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(এরপর ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভোলায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শিক্ষামেলা ও ক্রীড়ানুষ্ঠান

ভোলায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষামেলা ও ক্রীড়ানুষ্ঠান। শিখবে সকল প্রতিবন্ধী শিশু- এ স্লোগানকে সামনে রেখে সদর উপজেলার চরসামাইয়া ও ভেদুরিয়া, লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর এবং তজুমদ্দিন উপজেলার চাচড়া ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষামেলা ও ক্রীড়ানুষ্ঠান। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে এবং ডিএফআইডি'র সহায়তায় শিক্ষামেলা আয়োজন করা হয়। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিলো দৌড়, মোরগলড়াই, দেশাত্ববোধক গান ও শিশুদের মনোমুগ্ধকর নৃত্য। চারটি ইউনিয়নের হাজারো শিক্ষার্থী এ ব্যতিক্রমধর্মী মেলা ও ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ নেয়। এ অনুষ্ঠান শিশুদের আনন্দমেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা বলেন, শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের খেলাধুলার প্রয়োজন আছে। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ-বিনোদন থাকলে শিশুরা শিক্ষার প্রতি আরো আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রতিটি স্কুলেই এমন শিক্ষামেলা আয়োজন করলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে তা ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

ভেদুরিয়া

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ব্যাংকেরহাট স্কুল মাঠে ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষামেলা ও ক্রীড়ানুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ তাজুল ইসলাম মাস্টার। প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সুব্রত কুমার শিকদারের উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সরকারি ফজিলাতুননেছা মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ রুহুল আমিন জাহাঙ্গীর, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ছাইয়াদুজ্জামান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ কামরুজ্জামান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ অলিউল্লাহ মাস্টার, এম হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আঃ হাই মাস্টার, ভেদুরিয়া ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি মোঃ মোস্তফা কামাল, গণসাক্ষরতা অভিযানের উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক সাকিবা খাতুন, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন প্রমুখ। আলোচনা শেষে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও পায়রা উড়িয়ে শিশুদের ডিসপ্লে শুরু হয়। প্রধান অতিথি মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। এরপর শুরু হয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। বিকেলে নাচ-গান-কবিতা আবৃত্তির পর পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

চাচড়া

লালমোহন উপজেলার চাচড়া ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষামেলা ও ক্রীড়ানুষ্ঠান। মেলার উদ্বোধন ও প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র দেবনাথ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রেজাউল ইসলাম, চাচড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রিয়াদ হোসেন হান্নান প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি সামছুল হক মাস্টার। ক্রীড়ানুষ্ঠানে ২১টি ইভেন্টে চার শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মেলায় ইউনিয়নের ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২টি মাদ্রাসা অংশ নেয়, স্থান পায় ১৫টি স্টল।

ধলীগৌরনগর

লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের ধলীগৌরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষামেলা ও ক্রীড়ানুষ্ঠান। মেলা উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শামছুল আরিফ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হেদায়েতুল ইসলাম মিন্টু, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ হোসেন, উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইনস্ট্রাক্টর মোঃ ইকবাল কবির। পুরস্কার বিতরণ করেন লালমোহন উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি জিয়াউল হক মাস্টার। মেলায় ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা ও ১টি একাডেমিসহ মোট ২০টি স্টল অংশ নেয়। খেলাধুলায় ২২টি ইভেন্টে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

চরসামাইয়া

'শিখবে সকল প্রতিবন্ধী শিশু'- এ স্লোগানকে সামনে রেখে শিশুদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে ভোলার সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে শিক্ষামেলা ও ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। চরসামাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে মেলার উদ্বোধন করেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন মাতাব্বর। মেলা পরিদর্শন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (অর্থ) নবীউর হোসেন তালুকদার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ কামরুজ্জামান। ওয়াচ কমিটির সভাপতি বজলুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ করেন উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ওয়ালীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির, প্রধান শিক্ষক আবুল বাসার, ওমর ফারুক প্রমুখ। খেলা পরিচালনা করেন মোঃ আলমগীর হোসেন ও শিক্ষক তরিকুল ইসলাম। মেলায় ১২টি স্কুলের স্টল ছিল। খেলাধুলার ১৬টি ইভেন্টে ৩ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

হারুন উর রশীদ

প্রাথমিক শিক্ষা এগিয়ে নেওয়ার সিঁড়ি 'প্রত্যাশা' প্রকল্প

কোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রকাশ করা সুশাসনের একটি বড় নির্দেশক। তথ্য প্রকাশের জন্য সরকারিভাবে অনেক নির্দেশনা থাকলেও নানাবিধ কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে তথ্য প্রকাশ করে না। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি জনগণের এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ, অভিভাবক এমনকি এসএমসি'র কোনো কোনো সদস্য পর্যন্ত নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে থাকেন। তারা মনে করেন, প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি'র সভাপতি মিলে বিদ্যালয়ের অনেক বরাদ্দ হস্তগত করে থাকেন। এক সময় হবিগঞ্জের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এমন কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রত্যাশা প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়সমূহে বর্তমানে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের প্রতিটি বিষয় এমনকি কোথা থেকে কখন কী সম্পদ, উপকরণ এসেছে কিংবা আসবে সে সম্পর্কে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলেই জানেন। সরকারিভাবে ক্ষুদ্র মেরামত, স্লিপ কার্যক্রম, উপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রমে কখন, কতটুকু সহযোগিতা পাওয়া যাবে এ বিষয় সকলে অবগত। আবার তারা নিজেরাও সহযোগিতা করতে কার্পণ্য করেন না। এখানে স্বার্থকভাবে কার্যকর রয়েছে এসএমসি, পিটিএ, স্লিপ কমিটি, সোশ্যাল অডিট কমিটি এবং সকলের সঙ্গে সহযোগিতার সেতুবন্ধন হয়ে রয়েছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। নানাবিধ সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন, কর্মশালা ইত্যাদি

কার্যক্রমের মাধ্যমে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের আলোচনার সুযোগ করে দেয়। আর এই সুযোগে বিদ্যালয়ের সকল তথ্য সবার কাছে বিস্তরণ হয়ে যায়। ফলে সকলেই সকলের কাছে স্বচ্ছ থাকছেন। এমনকি বিদ্যালয়ের যে কোনো সমস্যা কিংবা সম্ভাবনা স্বল্প সময়ের মধ্যেই সকলে অবগত হয়ে তার প্রতিকারে অংশগ্রহণ করতে পারছেন। ফলে প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়সমূহ জেলার অন্য বিদ্যালয়সমূহ থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। সকলের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের বাহ্যিক ও শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, পাঠদান পদ্ধতি, উপকরণের ব্যবহার, সকলে মিলে বিভিন্ন বিষয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় প্রতিটি বিদ্যালয় আদর্শ বিদ্যাপীঠে পরিণত হচ্ছে।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি গোপায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের কাছেই রয়েছে পুলিশ লাইন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর জেলা অফিস, পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। এসব স্থাপনায় বিদ্যুৎ থাকলেও গোপায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ নেই। এ বিদ্যালয়ে ৩১৫ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে এবং সাতজন শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা গরমকালে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যেই কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করে বিদ্যুৎ সংযোগের আশ্বাস মিলেছে। কিন্তু সংযোগ স্থাপিত হয়নি। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে গোপায়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আক্তার হোসেনকে বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ সংকট সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি মাত্র দুই দিনের মধ্যে গোপায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সৌরশক্তি থেকে

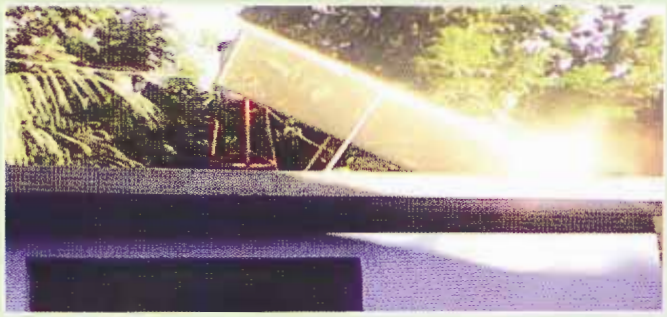

উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেন। এর সাহায্যে সব শ্রেণিকক্ষে না হলেও কয়েকটি লাইট ও তিনটি ফ্যান চালানো সম্ভব হচ্ছে। ইউপি চেয়ারম্যান খুব শীঘ্রই বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে আরব আলী এখন স্কুলে

এ বয়সে যার বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা সে তা না করে মুরগির ব্যবসা করত। এ শিশুর নাম আরব আলী। তার বয়স ১০ বছর। ৩১ ডিসেম্বর হবিগঞ্জ সদর থানার সামনে দাঁড়িয়ে মুরগি বিক্রি করছিল আরব আলী। এ খবর বের হয় হবিগঞ্জ জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'প্রতিদিনের বাণী'তে। এ বিষয়টি গোপায়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের দৃষ্টিগোচর হয়। আরব আলীর বাড়ি গোপায়া ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামে। তার বাবা কুতুব আলী। ৩ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে সে সবার বড়। কুতুব আলী মুরগি বিক্রি করে সংসার চালান। বাবার এই ব্যবসায় আরব আলীকেও সারাদিন কাজ করতে হয়। কিন্তু আরব আলীর ইচ্ছে সে অন্য শিশুদের মতো বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া করবে।

আরব আলী দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। কিন্তু দরিদ্রতা তাকে বেশি দূর এগুতে দেয়নি। এ অবস্থায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কয়েকজন সদস্য মিলে আরব আলীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। আরব আলীকে উপবৃত্তি দেওয়ার জন্য কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষককের কাছে সুপারিশ করা হয়। ওয়ার্ড মেম্বার মোঃ জালাল মিয়া ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা মেম্বার রেবা খাতুনকে আরব আলীর পরিবারকে ভিজিডি কার্ড করে দেওয়ার সুপারিশ করা হলে তারা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। আবার বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরে আরব আলী এখন খুব খুশি। এ উদ্যোগের জন্য আরব আলীর পরিবার এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

কাজল সমাদ্দার

কমিউনিটির উদ্যোগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘর নির্মাণ

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়নে অবস্থিত লতাবুনিয়া বাঁশতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারি হলেও এ বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবন ভেঙে পড়ার উপক্রম হওয়ায় কর্তৃপক্ষ এটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। সঙ্গত কারণেই বিকল্প ভবন নির্মাণের আগ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে হয় বিদ্যালয়ের মাঠের একপাশে খোলা আকাশের নিচে, গাছতলায়। এমন একটা খোলামেলা পরিবেশে কি ক্লাস চলে? পড়ায় কি মন বসে? রোদ-বৃষ্টি ছাড়াও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উড়ুউড়ু মন ছুটে যায় চারপাশের ঘটনাবলির দিকে। শিশু-কিশোর বয়সের এ বাস্তবতাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

এমন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এগিয়ে আসে। গ্রুপের সদস্য বিমল চন্দ্র রায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যুৎ কুমার মল্লিকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু অর্থ জোগান দেবে কে? জরুরিভিত্তিতে এসএমসি'র সভা আহ্বান করা হয়। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে সভায় শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক, কমিউনিটি সকলের অর্থ সহায়তার মাধ্যমে একটি ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিউনিটি থেকে পাঁচ হাজার টাকা

এবং শিক্ষক ও এসএমসি'র নিকট থেকে নয় হাজার, সর্বমোট চৌদ্দ হাজার টাকা সংগ্রহ করে একটি ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। শুধু আর্থিক অনুদানই নয়, কমিউনিটি থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের মানুষই তাদের শ্রম ও পরামর্শ দিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ঘরটি নির্মাণের কাজ। এ উদ্যোগ শুধু নিভৃত পল্লীর একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশই ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে তাই নয়, সকলের নিকট এটি একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্তও বটে। বস্তুত এ ধরনের উদ্যোগ নতুন করে প্রমাণ করল 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।'

কমিউনিটির যোগাযোগের ফলে ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক বিদ্যালয়ে পাকা বেঞ্চ তৈরি

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে অবস্থিত ধাদুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টিতে একটি খেলার মাঠ রয়েছে। বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে ইটের রাস্তা। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা করার সময় এবং অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে এসে বসার জন্য কোনো ব্যবস্থা এখানে ছিল না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যোগাযোগের ফলে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম হাসান অক্টোবর ২০১৬ মাসে এ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের চারদিকে পাকা বেঞ্চ তৈরি করে দিয়েছেন। এর ফলে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সময় অভিভাবক ও দর্শনার্থীদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। শিক্ষার্থীরাও লেখাপড়া আর খেলাধুলার ফাঁকে বিশ্রাম নিতে পারে।

কমিউনিটির উদ্যোগে বিদ্যালয়ে বিকল্প শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ইউনিয়নে একটি আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয় ভবনের মজবুত অবকাঠামো, শিক্ষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মনোরম পরিবেশ আর এলাকার মানুষের সহযোগিতায় এ বিদ্যালয়টি হয়ে উঠেছে অনন্য। সঙ্গত কারণেই এখানে শিক্ষার্থীদের চাপ অনেক বেশি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি হওয়ায় পঞ্চম শ্রেণিতে স্থান সংকুলান হয় না। এ অবস্থায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীকেই হয় শ্রেণিকক্ষের বাইরে থাকতে হয় নতুবা দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। এতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হয়। এ সমস্যা সমাধানে অবশেষে এগিয়ে আসে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ।

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নীলাক্ষী মল্লিকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। সিদ্ধান্ত হয় বিদ্যালয় ভবনের বারান্দার একপাশে খানিকটা জায়গায় টিনশেড দিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প স্থান

সংকুলানের ব্যবস্থা করা হবে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসএমসি, অভিভাবক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষকসহ সকলের সঙ্গে মতবিনিময় করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে অর্থের সংস্থান করে বিকল্প স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করা হয়।

আনোয়ার আহমেদ

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা ইউনিয়নের মুন্সিহাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষামেলা আয়োজিত হয়। ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

এ মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাঘাটা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ. এইচ. এম. গোলাম শহীদ রঞ্জু, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা পরিতোষ চন্দ্র, সাঘাটা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি বলেন, 'শিক্ষামেলা আয়োজন একটি মহৎ উদ্যোগ। শিক্ষামেলার যে প্রতিপাদ্য বিষয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ব দেশ'- আমার কাছে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। মুক্তিযুদ্ধের সময় সবাই যেমন একাগ্রতার সঙ্গে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিল, যার ফলে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি, ঠিক সেই রকমভাবে সবাই যদি একাগ্রতার সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করি তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। শিশুরা ভালোভাবে লেখাপড়া করবে, ওদের রেজাল্ট ভালো হবে, ভবিষ্যতে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। তাই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আমাদের সবাইকে নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে।'

সুশীল সমাজ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা শিক্ষার মান উন্নয়নে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নের টেংরাকান্দি এম. এ. সবুর দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় এ মেলা আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফুলছড়ি উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ জাহিদুর রহমান। তিনি বলেন, যে সকল বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছে তারা বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা স্টল সজ্জিত করেছে। এ ধরনের বাস্তবসম্মত উপকরণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের কাজে ব্যবহার নিশ্চিত হলেই শিক্ষামেলা সার্থক হবে। এ শিক্ষামেলা আয়োজনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটবে।

শিক্ষামেলায় অত্র ইউনিয়নের ১৫টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। অতিথিরা বিদ্যালয়ভিত্তিক স্টলসমূহ ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করে শ্রেষ্ঠ স্টল নির্বাচন করেন। স্টলে প্রদর্শিত উপকরণগুলোর মধ্যে ছিল খেলাধুলার সরঞ্জাম, বিভিন্ন ধরনের চার্ট, শিক্ষার্থীদের তৈরি জিনিসপত্র, বিভিন্ন ধরনের গল্প, ছড়া ও কবিতার বই ইত্যাদি। প্রতিটি বিদ্যালয়ের স্টলে প্রদর্শিত উপকরণ দেখে শিক্ষক ও অভিভাবকরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, শিশুরা উপকরণ দেখে মুগ্ধ হয়েছে, সুশীল সমাজ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা শিক্ষার মান উন্নয়নে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তারা তাদের বিদ্যালয়টি এ সকল উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করার অঙ্গীকার করেছেন।

গাইবান্ধা বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের ফুলছড়ি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিক্ষামেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফুলছড়ি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, 'মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় 'শিশু ও নারী নির্যাতন বন্ধ করি'। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম অনেকাংশে কমে গেছে। শিশুরা আর অন্যের বাড়িতে কাজ করে না। বাল্যবিবাহ অনেকাংশে কমে গেছে। ২০১৭ সাল থেকে গাইবান্ধা জেলা বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হবে- এই মর্মে আমাদের জনসচেতনতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। মেলায় যে সকল বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে স্টল সাজিয়েছে তাদের ধন্যবাদ জানাই। তারা বাস্তবসম্মত উপকরণ আমাদের দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা আশা করি, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের কাজে

এসব উপকরণ ব্যবহার করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এসব উপকরণ শুধু সাজিয়ে রাখলেই হবে না, প্রতিটি বিদ্যালয়ে এসব উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তবেই এ মেলা সার্থক হবে।'

মোঃ মতলেবুর রহমান

মুজিবনগরের দারিয়াপুরে শিক্ষামেলায় উপচে পড়া দর্শক

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরে পড়া রোধ ও আনন্দদায়ক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষামেলা। ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার থিম ছিল 'আমার দেশ আমার অহংকার'। এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোঃ আনিছুর রহমান মেলা উদ্বোধন করেন। দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুলের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোঃ আব্দুর রশিদ, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ ওয়াজেদ আলী, মোনাখালী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ আসকার আলী মিয়া, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগ সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদু। সমাপনী

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলের মধ্যে ক্রেস্ট বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শেখ ফরিদ আহম্মেদ। মেলায় ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্টল দেয়। স্টলগুলো বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেলা আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় চার-পাঁচ হাজার মানুষ মেলা পরিদর্শন করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখছে প্রতিবন্ধী ছাত্রী আসরিনা

শিক্ষার্থীর নাম আসরিনা খাতুন। তার বাবা আসানুল, মা রেহেনা খাতুন। তাদের বাড়ি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের খানপুর গ্রামে। আসরিনা খাতুনের স্বপ্ন সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। কিন্তু সে জন্ম থেকে স্বল্পমাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। এজন্য সে লেখাপড়া ঠিকমতো করতে পারে না। ফলে তার পরিবার থেকে তাকে বিদ্যালয়ে যেতে তেমন উৎসাহ দেওয়া হয় না। এ কারণে আসরিনা ২০১৬ সালে চতুর্থ শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। এ বিষয়টি জানতে পারেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ নাজনীন পারভিন। তিনি বিষয়টি ওয়াচ গ্রুপের সদস্য এ. বি. এম. একরামুল হককে অবগত করেন। একরামুল হক, এসএমসি সভাপতি আমানুল্লাহ, ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি ওয়াজেদ আলী ও সদস্য মোখলেছুর রহমান আসরিনার বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা আসরিনাকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান এবং তার হাতে ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে খাতা-কলম তুলে দেন। এতে খুশি হয় আসরিনা, তার

বাবা-মাও উৎসাহিত হন। সে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে এ বছর দারিয়াপুর ইউনিয়নের খানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। সে এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে।

মুজিবনগরের মহিষনগর বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের উদ্বোধন

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরে পড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নে মহিষনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরবেলা ছাত্র-ছাত্রীদের খিচুরি প্রদানের মাধ্যমে মিড ডে মিল কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ২৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি মোঃ বাকের আলী। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে খিচুরি বিতরণের মধ্যে দিয়ে এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শেখ ফরিদ আহম্মেদ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ হেমায়েত উদ্দীন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ফারুক হোসেন প্রমুখ। মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ, মহিষনগর সরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকবৃন্দ ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ কর্মসূচিতে সার্বিক সহযোগিতা করছেন। এ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে সপ্তাহে পাঁচদিন দুপুরে এ ধরনের খাবার প্রদান করা হয়।

সাদ আহম্মেদ

নেত্রকোনায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে শিক্ষামেলা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো, শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি, আনন্দদায়ক শিখন-শেখানো পদ্ধতির প্রসার, শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও সেরা-নেত্রকোনার যৌথ উদ্যোগে পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ইউনিয়নে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে আগিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ও হোগলা ইউনিয়নে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সাধুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ও দুর্গাপুর ইউনিয়নের নলুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আগিয়া ও হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষামেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদুল ইসলাম সুজন, বিশেষ অতিথি ছিলেন আগিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম রুবেল, হোগলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম খোকন, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ জালাল উদ্দিন, আগিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ বদরুজ্জামান এবং মুখ্য আলোচক ছিলেন মা-শৈলজা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খগেন্দ্র নাথ তালুকদার।

বিরিশিরি ও দুর্গাপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষামেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমদাদুল হক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মামুনুর রশীদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পারভীন আক্তার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মন্তোষ কুমার দেবনাথ, নবারুণ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপন সান্ন্যাল, দুর্গাপুর ইউপি চেয়ারম্যান শাহীনুর আলম সাজু। এতে সভাপতিত্ব করেন আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ রেজাউল খান কমল। এছাড়াও শিক্ষামেলায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এসএমসি সদস্য, অভিভাবকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। শিক্ষামেলায় সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতিগণ।

মেলায় অংশগ্রহণকারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষামূলক উপকরণসহ মনীষীদের ছবি, শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি, নানান ধরনের পিঠা, শীতের সবজি, মাটির খেলনাসহ বিভিন্ন সৃজনশীল উপকরণ দিয়ে স্টল সাজায়। অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সকল সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালি শেষে প্রধান অতিথি ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে শিক্ষামেলার উদ্বোধন করেন। এর পরপরই জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শিক্ষামেলার আলোচনা ও অন্যান্য কার্যক্রম শুরু হয়। শিক্ষামেলার মাধ্যমে শিক্ষক, এসএমসি ও অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং শিক্ষার্থীদের মেধা ও মানসিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

ইউনিয়ন পরিষদের নিকট লবিং করে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে ডিএফআইডি'র সহায়তায় বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কমিউনিটি নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করছে। হোগলা ইউনিয়নের কালিহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেঞ্চ বিভিন্নভাবে খোয়া যায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বসার মতো বেঞ্চ কম এবং অনেক বেঞ্চের পায়া ভাঙা। শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয় বিধায় অনেক শিক্ষার্থী নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে চায় না। এছাড়া শ্রেণিকক্ষে দরজা-জানালা নেই। তাই সুষ্ঠুভাবে পাঠদান সম্ভব হয় না। তাই এসএমসি-পিটিএ ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মতবিনিময় সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এসএমসি, পিটিএ, শিক্ষকবৃন্দ ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা মিলে চৌদ্দটি বেঞ্চ মেরামত করে দিবেন এবং দরজা জানালা মেরামত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাছে আবেদন করবেন।

পরবর্তী সময়ে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের পক্ষ থেকে তিনটি কাঠের দরজা ও ষোলো জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা হয়। এখন শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয় না। বিদ্যালয় ছুটির পর শ্রেণিকক্ষ তালাবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা আনন্দিত।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক যৌথভাবে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে হাজরাবাড়ী সিরাজুল হক ডিগ্রি কলেজ মাঠে শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন মেলান্দহ উপজেলার নির্বাহী অফিসার জন কেনেডি জাম্বিল। বিশেষ অতিথি ছিলেন হাজরাবাড়ী সিরাজুল হক ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবাদুর রাজ্জাক, মেলান্দহ উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সামছুন্নাহার শান্তি, ফুলকোচা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বাবু, মেলান্দহ উপজেলার ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার খোরশেদ আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ফুলকোচা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মতলুব হোসেন বাবু।

মেলা উপলক্ষে হাজরাবাড়ী সিরাজুল হক ডিগ্রি কলেজ মাঠ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি শেষে প্রধান অতিথি শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে মেলা উদ্বোধন করেন। এরপর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বিদ্যালয় কর্তৃক রঙিন ফিতা, জরি, বেলুন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি উপকরণ দিয়ে স্টলগুলো সাজানো হয়।

আমন্ত্রিত অতিথিসহ মেলায় আগত সকলেই স্টল পরিদর্শন করেন।

এ উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেলান্দহ উপজেলার নির্বাহী অফিসার বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর করতে শিক্ষার মান উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।' তিনি 'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। অন্য অতিথিরা 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের সফলতা কামনা করেন। আলোচনা শেষে শুরু হয় প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান। তারপর প্রদর্শিত হয় 'শিশুশ্রম বন্ধ হোক' শীর্ষক নাটক। নাট্যানুষ্ঠান শেষে শুরু হয় প্রতিযোগিতামূলক গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ মেলায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ প্রায় এক হাজার মানুষ অংশ নেন।

শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাস

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার জোরখালী ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক যৌথভাবে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এ ইউনিয়নের চর গোলাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষামেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ মিনহাজ উদ্দীন। প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জের সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ হারুন অর রশিদ, জোরখালী ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ মোঃ ফরিদুল ইসলাম। মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'দুর্যোগেও শিক্ষা চাই, শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই।'

মেলা উপলক্ষে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে চর গোলাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি শেষে অতিথিরা শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে মেলা উদ্বোধন করেন। এরপর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অতিথিরা প্রতিটি বিদ্যালয় কর্তৃক সাজানো স্টলগুলো পরিদর্শন করে স্টলে প্রদর্শিত শিক্ষার্থীদের তৈরি সামগ্রীর প্রশংসা করেন। মেলা উপলক্ষে আলোচনা সভায় অতিথিরা বলেন, শিক্ষামেলা আয়োজনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিভাবকদের মধ্যেও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। বক্তারা অত্র ইউনিয়নে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যাশা প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আলোচনা শেষে শুরু হয় প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান। এরপর শুরু হয় প্রতিযোগিতামূলক গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি। প্রদর্শিত হয় 'দুর্যোগে শিক্ষা চাই' শীর্ষক নাটক। নাট্যানুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় দুই হাজার মানুষ এ মেলায় অংশ নেন।

শাহ মোঃ জাফর ইকবাল

আন্তঃওয়াচ গ্রুপের পরিদর্শন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পর বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নে অবস্থিত শত বছরের পুরানো নওদাশালুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিনিধি মোঃ নাছির উদ্দিন ২৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ আয়োজনে মেহেরপুরের আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকার বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মেহেরপুর জেলার আমঝুপি ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুজ্জিত শ্রেণিকক্ষ ও ফুলবাগানশোভিত শিক্ষাঙ্গন তার মনোযোগ আর্কষণ করে। এ এলাকার শিক্ষাঙ্গনের ফুলবাগানে ফুটে থাকা ফুলের মাঝে তিনি দেখতে পেয়েছেন শিশুদের মনোমুগ্ধকর হাসি। তিনি এই সৌন্দর্য মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক বলে মনে করেন। সে জন্য ফিরে এসে তিনি নওদাশালুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক টি. এম. আসলামের সঙ্গে পরামর্শ করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলবাগান তৈরির পরিকল্পনা করেন। প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সদস্য ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা তার উদ্যোগে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করেন। সকলের সহায়তায় মোঃ

নাছির উদ্দিন নিজস্ব অর্থায়নে এ বিদ্যালয়ে একটি ফুলবাগান তৈরি করেন। এজন্য তার প্রায় আট হাজার দুই শত পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হয়।

পাঙ্গাসী ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র প্রদান

গণসাক্ষরতা আভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। পাঙ্গাসী ইউনিয়নের এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, আনন্দময় পরিবেশে শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষায় সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়ের নানামুখী সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা পাঙ্গাসী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সালামের সঙ্গে দেখা করে এ ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র প্রদান এবং দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা উপকরণ প্রদানের অনুরোধ জানান। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দেনদরবারের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ২০১৫–'১৬ অর্থ বছরের এলজিএসপি প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে মোট দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেন।

৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার ডিডি-এলজি আবু নূর মোহাম্মদ শামসুজ্জামানের উপস্থিতিতে পাঙ্গাসী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সালাম তিনটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মোট এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার শিক্ষা উপকরণ ও দুটি বিদ্যালয়ে মোট এক লক্ষ টাকার আসবাবপত্র প্রদান করেন। এর মধ্যে বেংনাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ জন, বেংনাই উত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ত্রিশ জন, মিত্রতেঘরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্কুল ব্যাগ ও শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়। পাঙ্গাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শ্রীদাসগাঁতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১ জোড়া বেঞ্চ, ৭টি চেয়ার ও ৩টি টেবিল দেওয়া হয়। স্কুল ব্যাগ, শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র পেয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এসএমসি সদস্য ও অভিভাবকরা আনন্দিত।

প্রাথমিক শিক্ষায় সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নে ১৬ নভেম্বর ২০১৬ এবং কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়নে ১৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষায় সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন পাঙ্গাসী ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মতিউর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন রায়গঞ্জ উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আখতারুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ শরিফুল ইসলাম। এ সভায় ইউনিয়নের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি সদস্য ও অভিভাবকরা অংশ নেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, বিদ্যালয়ের সকল কাজে ছেলে ও মেয়েদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের আসন বিন্যাস, শিখন-শেখানো কার্যক্রম, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে ছেলে ও মেয়েদের সমভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিদ্যালয়ের সার্বিক কাজে ছেলে-মেয়ে উভয়ের সমানভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষায় সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা

সম্ভব হবে। এ মতবিনিময় সভার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা প্রাথমিক শিক্ষায় সমঅধিকারের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করেন এবং সকলে নিজ নিজ এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে ছেলে-মেয়ে সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণে একমত পোষণ ও দৃঢ় অঙ্গীকার করেন।

মোঃ শাহ আলম সরকার

(পৃষ্ঠা ৪-এর পর)

বেইসলাইন প্রতিবেদন, ঝাঐল ইউনিয়ন, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের মূল দায়িত্বে থাকলেও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সহায়তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর প্রাণ হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদেরকে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- শিশুভর্তি ও ঝরেপড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলি নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

স্থানীয় জনগণ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। স্থানীয় জনগণকে যেসব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরেপড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয়বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের এসএমসি'তে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

অভিভাবক

অভিভাবকের সচেতনতা শিশুর পড়ালেখাসহ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরেপড়া শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- শিশুদের লেখাপড়ার খোঁজখবর করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

জন প্রতিনিধি

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে 'ওয়াচ গ্রুপ' এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়মিত পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন চায়ের দোকানসমূহে শিশুরা যাতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;

- ভর্তি না হওয়া/ঝরেপড়া শিশুর অভিভাবকদের ভিজিএফ কার্ড প্রদানসহ পরিষদ থেকে অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

এসএমসি

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি'র সদস্য হিসেবে দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসএসসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলি নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবারকরণে ।

শিক্ষক

শিক্ষকরা হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষকরা উদ্ভাবনমূলক চিন্তা-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারেন। তাদের সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠ পরিচালনায় উদ্বুদ্ধকরণে;
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ ও এসএমসি সভা আয়োজনে।

শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারক ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা। তাই এই কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়:

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ততথ্য সম্পর্কে নিয়মিত অবগত করে;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুর রউফ

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৪ সালের বেইসলাইন জরিপের তথ্য মুদ্রিত হলো, যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের আন্তঃওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন

গণসাক্ষরতা অভিযানের আয়োজনে ২-৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের জন্য তিন দিনব্যাপী আন্তঃওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম। এই পরিদর্শন কার্যক্রমের আওতায় আপউস-জামালপুর এবং সেরা-নেত্রকোনা পরিচালিত ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এসেড হবিগঞ্জ পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকার শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এতে ২৭ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। এই পরিদর্শন কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক বাস্তবায়িত সংশ্লিষ্ট এলাকার কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে একে অন্যের কাজের মূল্যায়ন, নিজ এলাকার অবস্থান যাচাই, উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের পরিদর্শন অভিজ্ঞতা থেকে চিহ্নিত উত্তম চর্চার আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

অংশগ্রহণকারীরা এসেড হবিগঞ্জ পরিচালিত নিজামপুর ইউনিয়নের বাতাসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লস্করপুর ইউনিয়নের চরহামুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হবিগঞ্জ সদরের আব্দুল্লাহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বিগত সময়ে আব্দুল্লাহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি হাওড় এলাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে শিক্ষকরা ঠিকমতো স্কুলে যেতেন না, শিক্ষার্থী উপস্থিতি ছিল খুব কম, এসএমসি সক্রিয় ছিল না। কিন্তু, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে শিক্ষকরা এখন নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছেন, শিক্ষার্থী উপস্থিতি বেড়েছে এবং এসএমসি যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছে। শিক্ষার্থীরা পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন

ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে এবং পূর্বের তুলনায় তাদের রেজাল্টও ভালো হচ্ছে।

পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা মূলত পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এসেম্বলি, পাঠদান পদ্ধতি, ক্লাসরুম সজ্জিতকরণ, শ্রেণিকক্ষে উপকরণের ব্যবহার, বিদ্যালয়ের জনঅংশগ্রহণের ক্ষেত্রসমূহ, ওয়াচ গ্রুপের ভূমিকা, এসএমসি'র দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন, মা সমাবেশসহ সার্বিক কার্যক্রমের সঙ্গে নিজেদের কার্যক্রমের তুলনা এবং এর থেকে উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিত করেন।

এছাড়াও পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের ওপর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি সভাও এ সময় অনুষ্ঠিত হয়।

মির্জা মোঃ দেলোয়ার হোসেন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সহযোগী সংস্থাসমূহের পরিকল্পনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সহযোগী সংস্থাসমূহের পরিকল্পনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক এক কর্মশালা ৫-৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালার সূচনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক। ঊর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ এ কর্মশালায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর কার্যক্রম তুলে ধরেন। এ কর্মশালার লক্ষ্য ছিল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা, প্রকল্পের বর্তমান কাজের সঙ্গে পিইডিপি ৩-এর সামঞ্জস্যতা যাচাই এবং প্রকল্পের ফলাফল চিহ্নিতকরণ কৌশল নির্ধারণ করা।

'প্রত্যাশা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল সক্ষমতা বৃদ্ধি'- এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এ সভায় প্রত্যাশা প্রকল্পের ৮টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহ হলো আশ্রয় ফাউন্ডেশন-খুলনা, আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা-জামালপুর, এসেড-হবিগঞ্জ, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা-ভোলা, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র-মেহেরপুর, এনডিপি-সিরাজগঞ্জ, সেরা-নেত্রকোনা, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা-গাইবান্ধা। এ কর্মশালায় দলীয়ভাবে 'কী পারফরমেন্স ইনডিকেটর (কেপিআই)' ও 'বেইসলাইন প্রতিবেদন'র মধ্যে মিল ও অমিল খুঁজে বের করা এবং কাজের সঙ্গে ফলাফল উপস্থাপনের জন্য একটি ছক তৈরি করা হয়। এ ছাড়াও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর প্রধান প্রধান কার্যক্রম, অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা হয় এবং তারা ৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম, অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরা হয়।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর প্রধান প্রধান কার্যক্রম

বিদ্যালয়কেন্দ্রিক কার্যক্রম

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সদস্য কর্তৃক নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন,
- ঝরে পড়া প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা,
- এসএমসি, পিটিএ ও সোশ্যাল অডিট কমিটি সক্রিয়করণ কার্যক্রম,
- শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ,
- মা সমাবেশ/অভিভাবক সমাবেশ,
- শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ,
- দেয়ালে মনীষীদের বাণী লিখন,
- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা,
- শিক্ষার্থী সমাবেশ নিশ্চিত করা,
- বিদ্যালয়ে বাগান করা,
- প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ,
- বিদ্যালয় ভবনের পরিচর্যা।

কমিউনিটিকেন্দ্রিক কার্যক্রম

- হোম ভিজিট ও উঠান বৈঠক আয়োজন,
- মা সমাবেশে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য মায়েদের উদ্বুদ্ধ করা,
- সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন আয়োজন,
- ভর্তির জন্য প্রচারণা,
- স্থানীয় অনুদান সংগ্রহ।

ইউনিয়নকেন্দ্রিক কার্যক্রম

- ইউপি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কমিটির সঙ্গে সভা,
- মিটিং ভেন্যু হিসেবে ইউপি অফিস ব্যবহার,
- ইউপির শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন করা,
- শিক্ষামেলার আয়োজন,
- ইউপি'র শিক্ষা বাজেট থেকে বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ নিশ্চিত করা,
- ইউপি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কমিটিকে সক্রিয়করণ,
- অতি দরিদ্র অভিভাবকদের ইউপি'র সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের আওতায় আনা।

উপজেলাকেন্দ্রিক কার্যক্রম

- উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ,
- প্রশিক্ষণ আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান,
- উপজেলা শিক্ষা বিষয়ক সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের অংশগ্রহণ,
- উপজেলাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভার আয়োজন,
- উপজেলাভিত্তিক শিক্ষামেলার আয়োজন।

অর্জনসমূহ

- শিক্ষার্থী ভর্তি ও উপস্থিতি বৃদ্ধি,
- শিক্ষকদের নিয়মিত ও সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ,
- ঝড়ে পরা রোধ,
- মা সমাবেশে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি,
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন,
- শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহে সহযোগিতা,
- স্থানীয় অনুদান সংগ্রহ।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির অভাব,
- শিক্ষক ও সকল কমিটি সদস্যদের প্রশিক্ষণের অভাব,
- এসএমসি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকা,
- এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় না থাকায় ঝরে পড়ার হার বেশি,
- সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিবন্ধীবান্ধব না হওয়ায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হচ্ছে এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে দক্ষতার অভাব,
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যোগাযোগের অব্যবস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মীদের আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণে লাইভ প্রেজেন্টেশন ও ভিডিও শেয়ার করার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও অনলাইনের সংবাদ কীভাবে ফেসবুক-এ দেওয়া যায় সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মোঃ বে-নজির শাহ্ শোভন

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মহাপরিচালককে (ডান থেকে দ্বিতীয়) ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দিলেন ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব এবং বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সপ্তম ব্যাচের কর্মকর্তা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি এ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে প্রায় দুই বছর দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে তিনি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল বহুমুখী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। ১৯৮৮ সালে তিনি সহকারী সচিব হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। সে সময় শিল্পনীতি ১৯৯০ প্রণয়নে অনবদ্য ভূমিকা রেখে তিনি প্রশংসিত হন। তিনি স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগে কর্মরত থাকাকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরে তিনি নবগঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ভারতের দিল্লিতে অবস্থিত Indian Institute of Ecology and Environment-এর সহযোগিতায় এবং International Centre for Integrated Mountain Development-এর বৃত্তি নিয়ে নেদারল্যান্ডের Inter Cultural Open University থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে এনডিসি কোর্স সম্পন্ন করেন এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল থেকে জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কৌশল বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়, স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, মন্ত্রীর একান্ত সচিবসহ বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে এবং English Language Teaching Improvement Project-এর প্রকল্প পরিচালক ও Bangladesh Overseas Employment and Services Limited-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল একজন সফল শিশু সংগঠক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'কিশোর কুঁড়ির মেলা, পাবনা' শিশু-কিশোর সংগঠন হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। তিনি জনপ্রিয় ভ্রমণকাহিনি লেখক এবং পর্যটন বিষয়ক গবেষক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ: নেপালের সবুজ উপত্যকায়, যেমন দেখেছি জাপান, বিবশ বিহঙ্গ, মালয় দ্বীপের উপাখ্যান, এশিয়ার দেশে দেশে (১ম খণ্ড), নিশুতির নোনা জল, আকাশ নন্দিনী, Eco Tourism, টোনাটুনির টেনশন, পেঙ্গুইনের দেশে, সাহসী সাত বন্ধু ইত্যাদি।

তাঁর নিজ জেলা পাবনা। তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। মিষ্টিভাষী ও মিশুক হিসেবে তিনি সুপরিচিত।

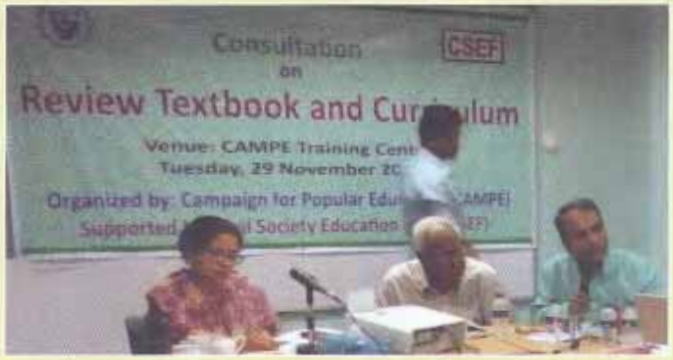

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ফাদার বেঞ্জামিন ডি. কস্তা, এনসিটিবি'র সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান সরকার

শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে ২৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো 'শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন' বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ফাদার বেঞ্জামিন ডি. কস্তা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরে আলম সিদ্দিকী প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসহ সার্বিক শিক্ষাঙ্গনে 'শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষা'র মানদণ্ড নির্ধারণ বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ সকলকে স্বাগত জানিয়ে এ মতবিনিময় সভা আয়োজনের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী সমাপনী বক্তব্য রাখেন।

সভাপতির বক্তব্যে ফাদার বেঞ্জামিন ডি. কস্তা বলেন, 'মূল্যবোধ শিক্ষা চর্চার বিষয়। এটি পরিবার থেকে শুরু করতে হয়। পারিবারিক জীবনে মূল্যবোধ শিক্ষা কীভাবে চর্চা হতে পারে, সেটাও ভেবে দেখা যেতে পারে। পরিবার থেকেই মূল্যবোধ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।'

আলোচনায় অংশ নেন আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য কাজী ফারুক আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সাবেক পরিচালক ড. আবুল এহসান, অধ্যাপক নাজমুল হক ও সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দা আতিকুন্নাহার, ব্যানবেইসের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক শফিউল আলম, এনসিটিবি'র সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান সরকার, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ মমতাজ লতিফ, সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশন, সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিমাই মণ্ডল, গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিলের উপদেষ্টা জ্যোতি এফ. গমেজ, ইউরোপা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ জসীম উদ্দিন আহমেদ, গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার পরিচালক নাসির উদ্দিন আহমদ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট-এর নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন কর্মকার, কিশলয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মোঃ রহমত উল্লাহ প্রমুখ।

সকলের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ উপস্থাপক নুরে আলম সিদ্দিকী প্রয়োজনীয় সংশোধনীসাপেক্ষে মানদণ্ড নির্ধারণ বিষয়ক নির্ণায়কসমূহ চূড়ান্ত করবেন বলে জানান। দুইজন নির্বাচিত পরামর্শক এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরের নির্বাচিত কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনাপূর্বক শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করবেন বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

মির্জা মোঃ দেলোয়ার হোসেন

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd